1989 সালের সেপ্টেম্বরে হাঙ্গেরি পূর্ব জার্মানির উদ্বাস্তুদের অস্ট্রিয়ার সীমানা অতিক্রম করে চলাচলের অনুমতি দিয়েছিল। 1989 সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

1989 সালের নভেম্বরে চেকোশ্লোভাকিয়া তার সীমান্ত খুলে দিয়ে পূর্ব জার্মানির জনগণকে পশ্চিম জার্মানিতে যাবার সুযোগ দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানি থেকে এত লোক পশ্চিম জার্মানিতে চলে যেতে শুরু করেছিল যে পূর্ব জার্মানির সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে বার্লিন ভেঙে দিয়েছিল।

1989 সালের 10 ই নভেম্বর বুলগেরিয়াতে কমিউনিস্ট দল পদত্যাগ করেছিল।

24 শে নভেম্বর, 1989 চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতারা পদত্যাগ করেছিল।

6 ই ডিসেম্বর, 1989 পূর্ব জার্মান সরকার পদত্যাগ করেছিল।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে সংস্কারের ধারা উপর থেকে শুরু হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক পরিবর্তনের গণভিত্তি তৈরি ছিল। তার ফলে অতি দ্রুত সমগ্র পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন হয়েছিল।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, 1980-র দশক থেকে কমিউনিস্ট শিবির তুলনামূলকভাবে অনেক অসুবিধায় পড়েছিল। তার জন্যই পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণ কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছিল।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

- 1980-এর দশকের শেষে বিভিন্ন কারণে বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান হয়েছে।
- রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের জন্য কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ দায়ী।
- আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী ও কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদী কারণ বর্তমান।

ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (International System in Post-Cold-War Era)

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

ঠান্ডা যুদ্ধের পর বিশ্বের দ্বিমেরুভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার বিভাজনের ফলে রাশিয়ার শক্তি ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছে। নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃতি বিষয়ে মতভেদ আছে। অনেকে এই ব্যবস্থাকে একমেরুভিত্তিক বলে বর্ণনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে।

1. কেউ কেউ এই ব্যবস্থাকে unipolycentric বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে সংশোধিত বহুমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন। বহু রাষ্ট্র ও অরাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এই বিশ্বরাজনীতি পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে।
2. Joseph Nye বর্তমান বিশ্বের বহুমুখী পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উল্লেখ করেছেন। এই বিশ্বে ঐক্যসাধনকারী শক্তি ও অনৈক্যসাধনকারী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে।
3. James Rosenau বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বায়নের দুরন্ত প্রবাহ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে—দক্ষতার বিপ্লব, যোগাযোগের বিপ্লব, তথ্য-প্রযুক্তির বিপ্লব, সম্পর্কগত বিপ্লব। তার সঙ্গে সচলতার বিপ্লব এসেছে—মূলধনের সচলতা, প্রযুক্তির সচলতা, বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ মানুষের সচলতা। বিশ্ব কাঠামো দু'ভাগে বিভক্ত—রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিশ্ব ও বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব। তার ফলে, বহুস্তরবিশিষ্ট প্রশাসনের (Multi-layer governance) উদ্ভব হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। রসনুর মতে, সমস্ত বিশ্বে আজ কর্তৃত্বের সংকট দেখা গেছে।[3]
4. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে আঞ্চলিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে NATO জোটের প্রসারণ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আয়তন ও কার্যধারার প্রসার, এজিয়ানের গতিশীল কার্যসূচী এ্যাপেকের (APEC) বহুমুখী প্রকল্পের ঘোষণা—উল্লেখযোগ্য।
5. বিশ্বের ধনী দেশগুলি একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (A Security community) গড়ে তুলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস করেছে। তবে, ইরাক যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ইরাকে মার্কিন সামরিক উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে আমেরিকার সঙ্গে ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানির তীব্র মতবিরোধ দেখা গেছে।

---

3. James Rosenau, *Distant Proximities*, Princeton Press, 2003, p. 120.

6. নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। জাপান অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভূত শক্তি অর্জন করলেও সামরিক শক্তিরূপে নিজেকে অগ্রণী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগ্রহী নয়।
7. পৃথিবীতে ধনী দেশগুলির সঙ্গে দরিদ্র এবং শক্তিমান দেশসমূহের সঙ্গে দুর্বল দেশগুলির শক্তিগত পার্থক্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকের মতে, নতুন ব্যবস্থায় দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলির প্রভাব খর্ব হয়েছে।
8. নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় জোট-নিরপেক্ষতার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে অনেকে মনে করছেন। অনেকের মতে, দ্বিতীয় বিশ্ব বলে কিছু নেই। তাই 'তৃতীয় বিশ্ব' কথাটি অপ্রাসঙ্গিক।
9. এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকে মনে করছে যে, বৃহৎ শক্তিজোটগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বের আনুগত্য লাভের জন্য তেমন আগ্রহী নয়।
10. বর্তমান বিশ্বে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর অনেকের মতে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বকে বহুকেন্দ্রিক বলে বর্ণনা করা হয়।
11. ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান ও ইউরোপে কমিউনিজমের পতনের পর সারা বিশ্বে ধনতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের ধনী দেশগুলির লক্ষ্য হল উদার ধনতন্ত্রের উৎপাদন ব্যবস্থা সারা বিশ্বে প্রসারিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আর্থিক ঋণ ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দানের শর্তরূপে ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলি—মুক্ত বাণিজ্য, উদার আমদানি, বেসরকারীকরণ প্রভৃতি শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীতে ব্যবসায়ী করপোরেট ক্ষেত্রের প্রাধান্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
12. বর্তমান বিশ্বে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বহু মানুষের দারিদ্র্য—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয় আজ বিশ্ব রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। বিশ্বায়নের ফলে অনুন্নতি ও দারিদ্র্য—উন্নয়নের কৌশল ও দারিদ্র্য হ্রাসকারী কর্মসূচী সব আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আলোচনায় অনেক বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে।
13. বিশ্বায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে আর্থিক ব্যবধান সম্বন্ধে বিশ্বজনগণকে অনেক বেশি সচেতন করে তুলছে। তার ফলে, উন্নয়নশীল বিশ্বের নেতারা ঐ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।
ধনী-দেশগুলি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ভর্তুকি (Subsidy) হ্রাস করতে বলছে। নিজেরা কিন্তু জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিচ্ছে। মূলধনের বিশ্বব্যাপী চলাচলের জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু নিজ দেশে শ্রমের সচলতা ও শ্রমিকের সচলতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে।
উন্নয়নশীল দেশগুলি ধনী দেশগুলির এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে কানকুন সম্মেলনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।
14. বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছে। ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলিও ঐ প্রতিযোগিতায় রত। অনেকের মতে ভবিষ্যতে Capitalist Trade War (ধনতান্ত্রিক বাণিজ্য যুদ্ধ) পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করবে। আঞ্চলিক বাণিজ্য-যুদ্ধের প্রবণতা বাড়বে।
15. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে আণবিক শক্তির প্রসারণ ও অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়নি। বরং আণবিক অস্ত্রের প্রসারণ ও সাধারণ অস্ত্রের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু উন্নয়নশীল দেশের প্রচুর অর্থ অস্ত্র কিনতে ব্যয় হচ্ছে।
16. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতি-উপজাতিগত বিরোধ (যুগোশ্লাভিয়া), গৃহযুদ্ধ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ বহু রাষ্ট্রকে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত করে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাবে ইন্ধন দিয়েছে।
17. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (Democratic Peace Theory) প্রচার করে বালকানের নতুন রাষ্ট্রগুলিতে ও অন্যান্য সব উন্নয়নশীল দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ঐ গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব অনুযায়ী গণতন্ত্র সারা বিশ্বে প্রসারিত হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে ও পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে।
কিন্তু বহু দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের উপযোগী আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নেই। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো শক্তিশালী নয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি। তার ফলে, ঐ সব দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা নিয়ে অনেকে চিন্তিত।
18. বর্তমান বিশ্বে বহুসংখ্যক অতিজাতীয় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যাবলী প্রসারিত হয়েছে। তারা নিজ নিজ কার্যের দায়িত্ব নিপুণভাবে পরিচালনায় আগ্রহী। অনেকের মতে ধীরে ধীরে জাতীয় স্তরে ও বিশ্বজনীন স্তরে পৌর সমাজ (Civil Society) প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী হয়ে উঠছে।

19. সাম্প্রতিক কালে বহুমুখী সংস্কৃতির (Multi-culturalism) ধারা প্রসারিত হচ্ছে। অনেকের মতে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব বিশ্ব রাজনীতিতে বিপদ ডেকে আনবে।
20. বর্তমান বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশগত আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।
21. সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় মৌলবাদের প্রসারের জন্য অনেকেই উদ্বিগ্ন।
22. আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ, অপরাধমূলক কার্যাবলী দিন দিন প্রসারিত হয়েছে। Cross-border terrorism, cross-border crimes ও cross-border drug smuggling দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। অধ্যাপক রসনু তাই মন্তব্য করেছেন যে, ব্যাপক অনিশ্চয়তা, বিভ্রান্তি ও আপাত বিরোধিতা বিশ্ববাসীর মনে অস্থির উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে (The modern epoch is marked by pervasive uncertainties, perplexing ambiguities and unending contradictions fostered by a wide-range of dynamics.)।[4]

Table-15

ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

★ আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
★ বিশ্বায়নের প্রসার হয়েছে।
★ সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়েছে।
★ বহু অতিজাতীয় সংগঠন গড়ে উঠেছে।
★ আঞ্চলিকতার ধারা প্রসারিত হয়েছে।
★ পরিবেশ-দূষণ সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।
★ বড় যুদ্ধের সংখ্যা কমে গেছে। তবে অনেক রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ চলছে।
★ আণবিক অস্ত্র প্রসারিত হয়েছে।
★ নতুন শক্তিকেন্দ্রের উদ্ভব হচ্ছে। চীন বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে তৎপর।
★ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে।
★ বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় সংগঠন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে।

মূল বক্তব্যসমূহ (Key Points)

❑ ঠান্ডা যুদ্ধের পর বিশ্বের দ্বিমেরুভিত্তিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।
❑ বহু আঞ্চলিক জোটের গুরুত্ব ও প্রভাব বেড়েছে।
❑ 1990-এর দশকে বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের প্রভাব বেড়েছে।
❑ বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক ঐক্যবদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যায়।
❑ পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে শক্তিগত পার্থক্য দিন দিন বেড়েছে।
❑ নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক-সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য বেড়েছে।
❑ বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অশুভ প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।
❑ এখন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে বলে মনে করা হয়।
❑ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বেড়েছে।
❑ ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতি-উপজাতিগত বিরোধ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিবাদ বিশ্বশান্তি নষ্ট করছে।
❑ অতিজাতীয় সংগঠন ও অতিজাতীয় আন্দোলনের প্রভাব প্রসারিত হয়েছে।

4. James Rosenau, Ibid, preface.